ইউনিট- ২: শিক্ষাক্রম উন্নয়ন প্রক্রিয়া এবং তত্ত্ব ও মডেল

[Theories and Models of Curriculum Development Process]

ভূমিকা

আমরা জানি শিক্ষাক্রম হলো যে কোন শিক্ষা কার্যক্রমের নীল নকশা। শিক্ষাক্রম ছাড়া কোন শিক্ষাই সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব নয়। বর্তমানে তাই শিক্ষাক্রম সম্পর্কে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও শিক্ষাবিদদের আগ্রহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে বিংশ শতাব্দীর ৪০ দশকের পূর্বে শিক্ষাক্রমকে খুব সংকীর্ণ অর্থে দেখা হতো। যেমন প্রাচীনকালে বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনই ছিল শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। এজন্য শিক্ষাক্রম প্রণয়নে এদিকটিতে গুরুত্ব দেওয়া হতো। আবার প্রাচীনপন্থী শিক্ষাবিদগণ শিক্ষাক্রমকে মানসিক বিকাশে গুরুত্ব দিতেন। ফলে তাঁরা মানসিক বিকাশের সহায়ক বিষয়গুলো (যেমন- ব্যাকরণ, পঠন, বাগ্মিতা, যুক্তিতর্কের নিয়মকানুন, গণিত ইত্যাদি) শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করতেন। তবে ১৯৩০ এর পর থেকে শিক্ষাক্রমের প্রাচীন ও সংকীর্ণ ধারণার পরিবর্তন হতে শুরু হয় এবং শিক্ষা ও শিক্ষাক্রমের ধারণা বিস্তৃত হতে থাকে। ফলে গত ৭-৮ দশকে শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের গবেষণার ফসল হিসেবে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও উন্নয়নের বিভিন্ন তত্ত্ব, মডেল, পদ্ধতি ও কলাকৌশল উদ্ভাবিত হয়। শিক্ষাক্রমের এসব তত্ত্ব ও মডেল সম্পর্কে আমরা এ ইউনিটে জানব। তবে এগুলো সম্পর্কে জানার আগে শিক্ষাক্রম তত্ত্ব ও মডেল বলতে কী বুঝায় সে সম্পর্কে জেনে নিই। তত্ত্ব হলো কোন বিষয় সম্পর্কে একটি আদর্শগত ধারণা। অর্থাৎ কোন একটি কর্মকাণ্ড যথার্থভাবে সম্পাদন করতে হলে এর আওতায় কোন কোন দিকগুলো বিবেচনা করা উচিত সে সম্পর্কিত একটি তাত্ত্বিক বা আদর্শিক ধারণাই হলো এর মূলভিত্তি। আর মডেল হল তাত্ত্বিক ধারণার বাস্তব ব্যবহারযোগ্য একটি স্বচিত্র রূপ। অতএব, দেখা যাচ্ছে তত্ত্ব হল একটি আদর্শিক বিমূর্ত ধারণা। এ আদর্শিক ধারণার বাস্তব প্রতিফলিত রূপ হচ্ছে মডেল।

এ ইউনিটে শিক্ষাক্রম উন্নয়ন প্রক্রিয়ার তাত্ত্বিক মডেলগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ইউনিটটিকে মোট চারটি পাঠে উপস্থাপন করা হয়েছে। এই পাঠগুলো হলো–

পাঠ- ২.১: শিক্ষাক্রম উন্নয়ন প্রক্রিয়া

পাঠ- ২.২: শিক্ষাক্রম উন্নয়নের রৈখিক তত্ত্ব ও মডেল

পাঠ- ২.৩: শিক্ষাক্রম উন্নয়নের বৃত্তাকার মডেল

পাঠ- ২.৪: ইউনেস্কো, ইরাট-ইটাল ও ওয়াকারের মডেল

পাঠ- ২.১: শিক্ষাক্রম উন্নয়ন প্রক্রিয়া

[Approaches of Curriculum Development Process]

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- শিক্ষাক্রম উন্নয়ন প্রক্রিয়ার ধাপগুলো বর্ণনা করতে পারবেন;
- শিক্ষাক্রম উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পদের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- শিক্ষাক্রম উন্নয়নের উল্লেখযোগ্য মডেলগুলোর নাম বলতে পারবেন।

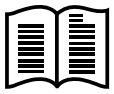

পূর্বের ইউনিটের পাঠগুলো থেকে আমরা জেনেছি শিক্ষাক্রম হলো যে কোন স্তরের/বিষয়ের শিক্ষা কর্মকাণ্ড পরিচালনা সম্পর্কিত একটি ব্যাপক ও সুবিন্যস্ত পরিকল্পনা বা নীলনক্সা। তাই শিক্ষাক্রম হঠাৎ করে তৈরির কোন বিষয় নয়। বরং এটি বহু ধাপে সংগঠিত এবং শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট অনেকের সম্মিলিত চিন্তার ফসল।

শিক্ষাক্রম উন্নয়নের ও বাস্তবায়নের কাজটি বহু ধাপে সম্পন্ন হয়ে থাকে যা মোটামুটি নিম্নরূপ:

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন প্রক্রিয়ার ধাপ

১। **চাহিদা নিরূপণ:** শিক্ষাক্রম প্রণয়নের প্রথমেই শিক্ষার্থীদের শিক্ষামূলক চাহিদা নিরূপণ করতে হবে। অর্থাৎ নির্দিষ্ট স্তর বা কোর্সের পড়াশুনা শেষে তারা কী জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ অর্জন করবে তা ঠিক করা।

২। শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য (aim), অভীষ্ট (goal) এবং উদ্দেশ্য (objective) চিহ্নিত করতে হবে এবং এগুলো অর্জনের জন্য কী কী বিষয় শিখবে তা নির্ধারণ করা।

৩। প্রত্যেকটা বিষয়ের পাঠের শেষে শিক্ষার্থীরা কী কী যোগ্যতা (competency) অর্জন করবে বলে আশা করা হয় তা নির্ধারণ।

৪। চিহ্নিত যোগ্যতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত শিখন অভিজ্ঞতা (learning experience) নির্বাচন করতে হবে। অর্থাৎ কী কী বিষয়বস্তু পড়ানো হবে এবং তার জন্য কী ধরনের রিসোর্স এবং শিখন কার্যক্রমের (learning activities) মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শিখবে তা নির্ধারণ করতে হবে।

৫। বিভিন্ন বিষয়ের শিখন অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত দিকগুলোর (শিখন-কার্যক্রম, বিষয়বস্তু, রিসোর্স) পর্যায়ক্রমিক বিন্যাস (sequence) করতে হবে। বিন্যাসের কাজটি যেন যৌক্তিক ও মনোবিজ্ঞানসম্মত হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

৬। উপরিল্লিখিত দিকগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণের মাধ্যমে শিক্ষাক্রমে এগুলোকে যথাযথভাবে সংগঠিত (organize) করতে হবে।

৭। শিক্ষার্থীরা শিক্ষাক্রমে চিহ্নিত যোগ্যতা কতটা ভালোভাবে করতে পেরেছে তা পরিমাপ করার উপায় চিহ্নিত করতে হবে। অর্থাৎ শিক্ষার্থীর শিখন পরিমাপ ও মূল্যায়নের উপায় নির্ধারণ করতে হবে।

৮। অতঃপর শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের কাজ শুরু করতে হবে। বাস্তবায়নের পূর্বে শিক্ষাক্রম বিস্তরণ কর্মসূচি আয়োজনের মাধ্যমে শিক্ষক ও সংশ্লিষ্টদের নতুন শিক্ষাক্রম ও তার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত করতে হবে।

৯। শিক্ষাক্রম কতটা বাস্তবায়িত হচ্ছে তা পরিবীক্ষণ (monitoring) ও মূল্যায়ন করে দেখতে হবে। প্রাপ্ত ফলাফলের উপর ভিত্তি করে ধারাবাহিকভাবে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করতে হবে।

অতএব দেখা যাচ্ছে একটি শিক্ষাক্রম প্রণয়ন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপ/পর্যায় রয়েছে। জড়িয়ে আছে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড যেগুলোর সুচারু সম্পাদনের উপরই নির্ভর করে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও উন্নয়নের সফলতা। তবে এসব ধাপ যে সবসময় একই ধারায় সম্পাদিত হবে তা নয়। শিক্ষাক্রম উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে তার বাস্তবায়ন নানা কৌশলে করতে হয়।

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সংশ্লিষ্ট পদ

শিক্ষাক্রম সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে হলে সংশ্লিষ্ট পদ সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন।

১। লক্ষ্য (Aim): যে কোন স্তরের শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কী শিখবে সে সম্পর্কে সমাজের প্রত্যাশা ও ইচ্ছা সম্পর্কিত Broad statement কে Aim বলে। Aim দ্বারা শিক্ষার দীর্ঘ মেয়াদী উদ্দেশ্যকে বুঝায়। সাধারণত এটি রাষ্ট্র বা এটি পরিচালনার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দ্বারা নির্ধারিত হয়। রাষ্ট্রের দর্শন, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি দিকের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের শিক্ষার Aim নির্ধারিত হয়ে থাকে।

২। অভীষ্ট (Goal): নির্দিষ্ট ধারার স্তর/বিষয়ের শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের কী ধরনের উন্নয়ন সাধিত হবে সে সম্পর্কে শিক্ষাক্রমে উল্লেখিত সংক্ষিপ্ত সুদূর প্রসারি বিবৃতি হলো লক্ষ্য। অভীষ্ট সাধারণত non-technical ভাষায় লেখা হয়। জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত দীর্ঘ মেয়াদি Aim কে বাস্তবায়নের স্বার্থে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ের শিক্ষা কার্যক্রমে এর প্রতিফলন ঘটানোর প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করে Goal। Goal সাধারণত মধ্যমেয়াদী হয়ে থাকে।

৩। উদ্দেশ্য (Objectives): উদ্দেশ্য হল–কোন শিক্ষা কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা সুনির্দিষ্টভাবে কী শিখবে সে সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট বিবৃতি। সামগ্রিকভাবে যে কোন স্তরের শিক্ষাক্রমের কিছু উদ্দেশ্য থাকে। আবার শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিষয়েরও সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকতে পারে। উদ্দেশ্য সাধারণত আচরণিক/ পরিমাপযোগ্য ও টেকনিক্যাল ভাষায় লেখা হয়। অন্যদিকে Aim ও Goal এর ভাষা হয় non-technical। উদ্দেশ্য Aim এবং Goal এর ভিত্তিতে লেখা হয়। এছাড়া উদ্দেশ্য স্বল্পমেয়াদী শিখনের জন্য চিহ্নিত হয়। কখনও তা হয় একটি শিক্ষাবর্ষ বা সিমেস্টারের জন্য। আবার কখনও প্রতিটি বা কয়েকটি পাঠের জন্য উদ্দেশ্য লেখা হয়।

৪। শিখনফল (Learning outcomes): শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট পাঠ বা কোর্সের মাধ্যমে কী অর্জন করবে সে সম্পর্কে উদ্দেশ্যের চাইতেও অপেক্ষাকৃত সুনির্দিষ্ট এবং সুস্পষ্ট বিবৃতি হল শিখনফল। শিখনফল আচরণিক ভাষায় লিখতে হয়। অর্থাৎ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা কী করতে সমর্থ হবে পরিমাপযোগ্য ভাষায় তার সুনির্দিষ্ট উল্লেখই হচ্ছে শিখনফল। কোন পাঠ বা অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থীরা কী শিখবে তা সরাসরি শিখনফলের মাধ্যমে জানা যায়।

৫। শিক্ষাক্রম পরিকল্পনা: শিক্ষাক্রম প্রণয়ন/উন্নয়ন সংক্রান্ত কোন কাজ কীভাবে করা হবে তার বিস্তারিত রূপরেখাকে শিক্ষাক্রম পরিকল্পনা বলে ।

৬। শিক্ষাক্রম উন্নয়নঃ সমাজের পরিবর্তিত চাহিদার আলোকে বিদ্যমান শিক্ষাক্রমের নবায়ন/পরিমার্জনের কাজকে সহজ ভাষায় বলা হয় শিক্ষাক্রম উন্নয়ন।

৭। যোগ্যতাঃ একটি স্তরের শ্রেণির/বিষয়ের শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থীর কতটুকু আচরণীয় পরিবর্তন ঘটবে অর্থাৎ তার মধ্যে কতটুকু জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের বিকাশ ঘটবে বলে আশা করা হয় তার সুনির্দিষ্ট উল্লেখ হলো যোগ্যতা।

৮। প্রান্তিক যোগ্যতাঃ একটি স্তরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অর্জিত বা অর্জন উপযোগী যোগ্যতার সমষ্টি হলো প্রান্তিক যোগ্যতা।

৯। শিখন অভিজ্ঞতা (Learning experience): কোন বিষয় পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থী কী বিষয়বস্তু শিখবে এবং কী উপকরণের মাধ্যমে ও কী শিখন কৌশলের মাধ্যমে শিখবে তার সমষ্টিগত রূপই হলো শিখন অভিজ্ঞতা।

১০। বাস্তব পরিস্থিতি বিশ্লেষণ (Situational analysis): বাংলায় একে বলা হয় বাস্তব পরিস্থিতি বিশ্লেষণ। শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও উন্নয়নের প্রথম ধাপটি হলো চাহিদা নিরূপণ। আর চাহিদা নিরূপণের জন্য বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনা বা Situational analysis-এর প্রয়োজন হয়। শিক্ষার্থীর আশেপাশে বিদ্যমান সার্বিক অবস্থা (সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি), সমাজের চাহিদা, শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ ইত্যাদি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পেক্ষাপটে বিচার বিশ্লেষণকে বলা হয় Situational analysis। এটি শিক্ষাক্রমের চাহিদা নিরূপণের প্রধান ভিত্তি।

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন তত্ত্ব ও মডেল

শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞগণ শিক্ষাক্রম উন্নয়ন সংক্রান্ত নানারকম তাত্ত্বিক মডেল উপস্থাপন করেছেন যেগুলো শিক্ষাক্রম প্রণয়ন সংক্রান্ত বিশেষ দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে। যদিও মডেল বলতে কোন বস্তুর বাস্তব প্রতিরূপ বুঝায়, তবে শিক্ষাক্রমের ক্ষেত্রে মডেলের ধারণাটি একটু ভিন্ন। এক্ষেত্রে মডেল হল শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও উন্নয়নের একটি যৌক্তিক পরিকল্পনা বা ডিজাইন।

বিভিন্ন শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ কর্তৃক প্রদত্ত শিক্ষাক্রম উন্নয়নের বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য তাত্ত্বিক মডেল রয়েছে। এ মডেলগুলোর প্রত্যেকটিই বিশেষভাবে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এবং একে অপরের পরিপূরক। এসব মডেল সম্পর্কে জানার মাধ্যমে শিক্ষাক্রম প্রণয়নের কাজ শুরু করলে সুবিধা হয়। পরবর্তী তিনটি পাঠের মাধ্যমে আমরা শিক্ষাক্রম উন্নয়নের বিভিন্ন মডেল সম্পর্কে জানব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.১

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. শিক্ষাক্রম উন্নয়ন প্রক্রিয়ার তৃতীয় ধাপে কী করা হয় ?
   ক. লক্ষ্য নির্ধারণ খ. যোগ্যতা চিহ্নিতকরণ
   গ. চাহিদা নিরূপণ ঘ. মূল্যায়ন

২. শিক্ষাক্রম প্রণয়নের ক্ষেত্রে নিচের কোনটি আচরণিক ভাষায় লিখতে হয় ?
   ক. উদ্দীষ্ট খ. লক্ষ্য
   গ. উদ্দেশ্য ঘ. বিষয়বস্তু

৩. শিক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট পাঠের মাধ্যমে যা শিখবে তার অপেক্ষাকৃত সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট বিবৃতিকে কী বলে?
   ক. শিখনফল
   খ. উদ্দীষ্ট
   গ. লক্ষ্য
   ঘ. উদ্দেশ্য

৪. শিক্ষাক্রম প্রণয়নের ক্ষেত্রে কেন বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন হয়?
   ক. চাহিদা নিরূপণ
   খ. শিখন অভিজ্ঞতা চিহ্নিতকরণ
   গ. প্রান্তিক যোগ্যতা চিহ্নিতকরণ
   ঘ. শিখনফল প্রণয়ন

সঠিক উত্তরঃ ১। খ; ২। গ; ৩। ক; ৪। ক।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. শিক্ষাক্রমের চাহিদা কীভাবে নিরূপণ করতে হয়?
২. Aim বলতে কী বুঝায়? এটি কীভাবে নির্ধারণ করা হয়।
৩. শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য বলতে কী বুঝায়?
৪. শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য বলতে কী বুঝায়?
৫. শিক্ষাক্রম পরিকল্পনা ও উন্নয়নের মধ্যে পার্থক্য কী?
৬. শিখন অভিজ্ঞতা কাকে বলে?
৭. Situational analysis কী এবং এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।
৮. যোগ্যতা ও প্রান্তিক যোগ্যতার মধ্যে পার্থক্য কী?
৯. শিক্ষাক্রম পরিকল্পনা এবং উন্নয়নের পার্থক্য লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষাক্রম উন্নয়ন প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন।
২. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করুন।
৩. উদ্দেশ্য ও শিখনফলের পার্থক্য লিখুন?

পাঠ- ২.২: শিক্ষাক্রম উন্নয়নের রৈখিক তত্ত্ব ও মডেল

(Linear Model of Curriculum Development]

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- রাফ টাইলরের শিক্ষাক্রম উন্নয়ন বিষয়ক তত্ত্ব বর্ণনা করতে পারবেন;
- হিলডা তাবার শিক্ষাক্রম প্রণয়ন তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- কারের শিক্ষাক্রম তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং
- উদ্দেশ্যভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন তত্ত্বগুলোর সুবিধা-অসুবিধা বর্ণনা করতে পারবেন।

শিক্ষাক্রম উন্নয়নের রৈখিক মডেল উদ্ভাবনকারীদের মধ্যে টাইলার, হিলডা তাবা এবং কার উল্লেখযোগ্য। নিচে আমরা এগুলো সম্পর্কে জানব।

টাইলারের রৈখিক মডেল

রাফ টাইলার ১৯৪৯ সালে সর্বপ্রথম শিক্ষাক্রম উন্নয়ন প্রক্রিয়ার তত্ত্ব প্রদান করেন। রাফ টাইলারের তত্ত্বটি সরল/রৈখিক, উদ্দেশ্যভিত্তিক ও চার ধাপ বিশিষ্ট। তিনি চারটি প্রশ্নের মাধ্যমে এ চারটি ধাপকে নিম্নরূপে চিত্রায়িত করেছেন। ধাপগুলো হল:

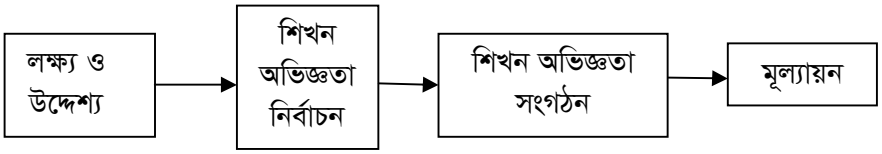

চিত্র: রাফ টাইলারের শিক্ষাক্রম উন্নয়ন মডেল

রাফ টাইলারই সর্বপ্রথম উদ্দেশ্যভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়নের দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন। তার মতে শিক্ষাক্রম প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রথমে এর উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে হয়। শিক্ষার্থী ও তার জীবন, সমাজ ব্যবস্থা, সমাজের দর্শন, মনোবিজ্ঞান, শিখনীয় বিষয় ইত্যাদি বিভিন্ন উৎস থেকে এই উদ্দেশ্য নিরূপণ করতে হয়। উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে বিষয়বস্তু বা শিখন অভিজ্ঞতা চয়ন করতে হয়। তৃতীয় ধাপে উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বিষয়বস্তুকে যথাযথভাবে সংগঠন ও বিন্যাস করতে হয়। সর্বশেষে মূল্যায়ন করে দেখতে হয় উদ্দেশ্য কতটা অর্জিত হয়েছে।

হিলডা তাবার ধারাবাহিক মডেল

সমসাময়িক শিক্ষাবিদগণ টাইলর তত্ত্বের সমালোচনা করে বলেন এটি অতিমাত্রায় সরল ও সংক্ষিপ্ত। এছাড়া এতে উদ্দেশ্যের উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শ্রেণিকক্ষে যে অনভিপ্রেত শিখন ঘটে সেগুলো মূল্যায়নের ব্যাপারে তিনি কিছু বলেননি। এ প্রেক্ষিতে ১৯৬২ সালে হিলডা তাবা শিক্ষাক্রম উন্নয়নের আরেকটি তত্ত্ব উপস্থাপন করেন। তাঁর তত্ত্বটি সাত ধাপ বিশিষ্ট। এগুলো হল:

ধাপ-১: প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ: লক্ষ্য দলের চাহিদার আলোকে প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ করতে হবে।

ধাপ-২: উদ্দেশ্য নিরূপণ: যুক্তিসিদ্ধ পর্যবেক্ষণ, বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রয়োজনীয়তার আলোকে উদ্দেশ্য চিহ্নিত করতে হবে।

ধাপ-৩: বিষয়বস্তু নির্বাচন: নির্বাচিত উদ্দেশ্যের আলোকে পাঠদান উপযোগী বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে হবে।

ধাপ-৪: বিষয়বস্তু সংগঠন: নির্বাচিত বিষয়বস্তুকে পাঠদান সহায়ক বিভিন্ন নীতির ভিত্তিতে সংগঠিত করতে হবে।

ধাপ-৫: শিখন অভিজ্ঞতা নির্বাচন: চয়িত বিষযবস্তু থেকে কী ধরনের শিখন অভিজ্ঞতা অর্জন করা সম্ভব তা শনাক্তকরণ।

ধাপ-৬: শিখন অভিজ্ঞতা বিন্যাস: শনাক্তকৃত অভিজ্ঞতাসমূহকে যথাযথভাবে বিন্যাসকরণ।

ধাপ-৭: মূল্যায়ন: প্রণীত শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে নির্দিষ্ট লক্ষ্যদলের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে কিনা এবং শিক্ষাক্রম নির্ধারিত ধাপ অনুসরণ করে প্রণীত হয়েছে কিনা তা মূল্যায়নকরণ।

টাইলার ও হিলডা তাবার মডেলের সুবিধা ও অসুবিধা

সুবিধা

১. টাইলার ও হিলডা তাবার মডেল দুটি রৈখিক ও উদ্দেশ্যভিত্তিক। এতে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন প্রক্রিয়ার সকল ধাপগুলো যৌক্তিক ও সুস্পষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শিক্ষাক্রমে কেবলমাত্র কিছু বিষয়বস্তুর সমাহার না হয়ে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে ভিত্তি করে ধাপে ধাপে প্রণয়ন করতে হয় এ তত্ত্ব দুটিতে তা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

২. উভয় মডেলেই উদ্দেশ্যের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যাতে জাতীয় চাহিদার সাথে লক্ষ্যদলের চাহিদার সমন্বয় ঘটে।

৩. শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ, শিক্ষক সকলেই এ উদ্দেশ্য সহজে বাস্তবায়ন করতে পারে।

অসুবিধা

১. এদের প্রধান সমালোচনা হলো এতে শিক্ষাক্রম প্রণয়নের ধাপগুলোকে পৃথক ধাপে চিন্তা করা হয়েছে।

২. অনেক শিখন আছে যা উদ্দেশ্যের বাইরে সংঘটিত হয়। তার কোন ইঙ্গিত মডেল দুটিতে নেই।

৩. বাস্তবক্ষেত্রে শিক্ষকরা শিক্ষাক্রমের এ ধাপগুলো সরাসরি অনুসরণ না করে যে কোন ধাপ থেকে তাদের কর্মকাণ্ড শুরু করতে পারেন। কিন্তু টাইলার ও হিলডা তাবার মডেলে সে সুযোগ নেই।

৪. উদ্দেশ্য নিরূপনে অতিরিক্ত সময় ব্যয় হওয়ায় শিক্ষাক্রমের অন্যান্য ধাপ বাস্তবায়নে সময়ের অভাব দেখা যায়।

৫. এ মডেল দুটি শিক্ষার পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়ার ক্ষেত্রে অনমনীয়।

কারের শিক্ষাক্রম মডেল

কারের শিক্ষাক্রম তত্ত্বটি শিক্ষাক্রম প্রণয়নের একটি বিশদ মডেল। তিনি ১৯৬৮ সালে এই তত্ত্ব প্রদান করেন। কার তত্ত্বে শিক্ষাক্রম প্রণয়নকালে যে সব বিষয় সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করতে হয় তার সবই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ মডেল অনুসারে শিক্ষাক্রমকে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত চারটি মৌলিক উপাদানে বিভক্ত করা হয়েছে। এগুলো হলো– (১) উদ্দেশ্য, (২) জ্ঞান, (৩) শিখন অভিজ্ঞতা, (৪) মূল্যায়ন। এতে একটি অংশের সাথে তার পূর্ববর্তী অংশের নিবিড় সম্পর্ক ও পারম্পর্য রক্ষা করা সম্ভব হয়। শিক্ষাক্রম প্রণয়নে অপরাপর যে যে দিকে বা বিষয়ে খেয়াল রাখতে হয় এর সবকিছুই তাতে রয়েছে। কার এর তত্ত্ব অনুসারে যখন যে অংশের উপর কাজ করা হয় তখন অন্যান্য অংশ সম্পর্কে খেয়াল রাখতে হয় যাতে পরবর্তী সময়ে কোন কাজে ব্যাঘাত না হয়। নিচে কার তত্ত্বের চিত্র দেওয়া হল:

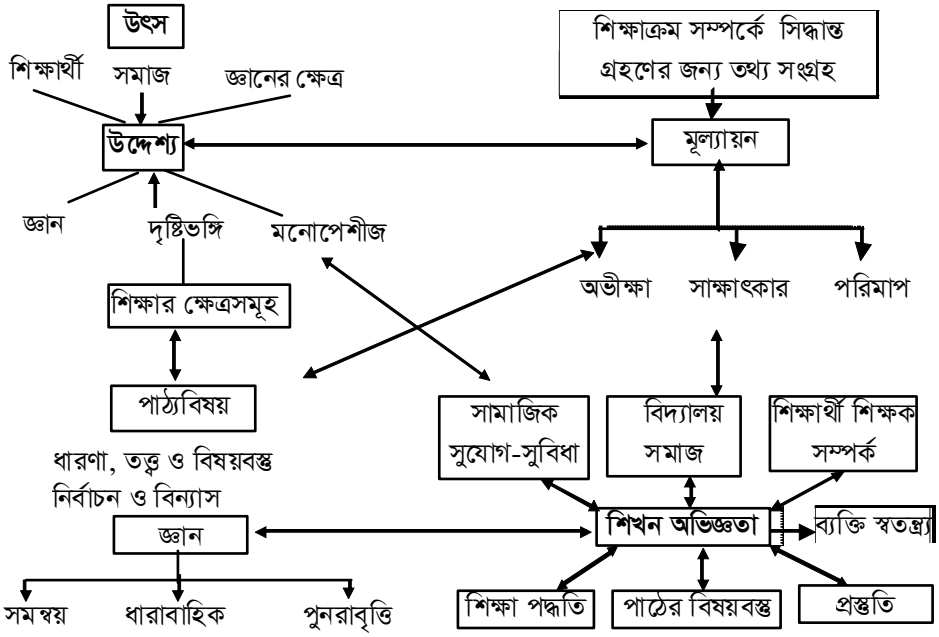

চিত্র: কারের শিক্ষাক্রম উন্নয়ন মডেল

কারের শিক্ষাক্রম উন্নয়ন তত্ত্বটি আধুনিক, বিশদ ও বিজ্ঞানসম্মত। এ মডেলে একটি শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করে নতুন আরেকটি শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করতে হলে কোন বিষয়গুলো বিবেচনায় আনতে হবে সে বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ফলে আপাতদৃষ্টিতে এটি জটিল মনে হলেও এর ব্যবহারযোগ্যতা অনেক বেশি। তবে এ তত্ত্ব অনুসারে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করতে হলে জনবল, মেধা, শ্রম, সময়, অর্থ ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। শিক্ষাক্রম উন্নয়নে কার তত্ত্ব অনুসরণ করা সম্ভব হলে অধিক সুফল পাওয়া যাবে বলে শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.২

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. শিক্ষাক্রমের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় রৈখিক মডেলের উদ্ভাবক কে?
   ক. হিলডা তাবা খ. কার
   গ. হুইলার ঘ. টাইলার

২. টাইলারের রৈখিক মডেলের তৃতীয় ধাপে কী করতে বলা হয়েছে?
   ক. লক্ষ্য নির্ধারণ খ. মূল্যায়ন
   গ. শিখন অভিজ্ঞতা সংগঠন ঘ. শিখন অভিজ্ঞতা নির্বাচন

৩. হিলডা তাবার রৈখিক মডেলের কোন ধাপটি টাইলারের মডেলে অনুপস্থিত?
   ক. প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ খ. লক্ষ্য নিরূপণ
   গ. শিখন অভিজ্ঞতা নির্বাচন ঘ. শিখন অভিজ্ঞতা সংগঠন

৪. টাইলার ও হিলডা তাবার মডেলের একটি অন্যতম প্রধান দুর্বলতা হলো–
   ক. ধাপগুলোতে ধারাবাহিকভাবে চিন্তা করা হয়েছে
   খ. ধাপগুলোতে পৃথকভাবে চিন্তা করা হয়েছে
   গ. যে কোন ধাপ থেকে শিক্ষাক্রম উন্নয়নের কাজ শুরু করা যায়
   ঘ. উদ্দেশ্য নিরূপণে কম সময়ের প্রয়োজন হয়

৫. কারের শিক্ষাক্রম তত্ত্বটি কী ধরনের?
   ক. রৈখিক খ. বৃত্তাকার
   গ. বিশদ ও বিজ্ঞানসম্মত ঘ. তাত্ত্বিক

সঠিক উত্তরঃ ১। ঘ; ২। গ; ৩। ক; ৪। খ; ৫। গ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. টাইলারের শিক্ষাক্রম মডেলের ধাপগুলো কী? এ মডেলটি থেকে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন সম্পর্কে কী নির্দেশনা পাওয়া যায়?
২. শিক্ষাবিদদের মতে টাইলারের মডেলের সমালোচনাগুলো কী?
৩. হিলডা তাবা ও টাইলারের মডেলের পার্থক্য কী?
৪. টাইলর ও হিলডা তাবার মডেলের মধ্যে কোনটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য? কেন?
৫. জন কারের শিক্ষাক্রম মডেলের মৌলিক উপাদান কী কী?
৬. শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও নবায়নের ক্ষেত্রে কারের মডেলের প্রধান দিকনির্দেশনা কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. টাইলারের শিক্ষাক্রম মডেলটি চিত্রসহ ব্যাখ্যা করুন। এটাকে কেন উদ্দেশ্যভিত্তিক মডেল বলা হয়?
২. হিলডা তাবার শিক্ষাক্রম মডেলটি বিশ্লেষণ করুন। এ মডেলটি টাইলার মডেলের কোন দুর্বলতাকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।
৩. টাইলার ও হিলডা তাবার শিক্ষাক্রম মডেলের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো কী?
৪. কার-এর শিক্ষাক্রম মডেলটি আলোচনা করুন। এতে টাইলার ও হিলডা তাবার শিক্ষাক্রম মডেলের কোন সীমাবদ্ধতা দূরীকরণের চেষ্টা করা হয়েছে?
৫. আপনার মতে টাইলর, হিলডা তাবা ও কারের শিক্ষাক্রম মডেলের মধ্যে কোনটি সর্বোত্তম এবং কেন?

পাঠ- ২.৩: শিক্ষাক্রম উন্নয়নের বৃত্তাকার মডেল
[Circular Curriculum Development Model]

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- হুইলার প্রদত্ত শিক্ষাক্রম উন্নয়নের বৃত্তাকার মডেলটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- নিকলস-নিকলস এর বৃত্তাকার মডেলটি বর্ণনা করতে পারবেন;
- মুরে প্রিন্ট-এর শিক্ষাক্রম উন্নয়নের তাত্ত্বিক মডেলটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বাংলাদেশের শিক্ষাক্রম উন্নয়ন মডেলটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং
- শিক্ষাক্রম প্রণয়নে এসব মডেলের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পরবেন।

উদ্দেশ্যভিত্তিক বা রৈখিক মডেল

উদ্দেশ্যভিত্তিক বা রৈখিক মডেলের সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতা হলো এতে শিক্ষার পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়ানোর সুযোগ নেই। এগুলো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে চলবে। কিন্তু বাস্তব অবস্থা হলো, শিক্ষাক্রম প্রণয়ন একবার করার পরও আবার নতুন করে শুরু করার প্রয়োজন হতে পারে। এ দুর্বলতাটি বিবেচনা করে বৃত্তাকার মডেলের উদ্ভাবন হয়েছে। এতে শিক্ষাক্রম প্রণয়নকে একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া হিসেবে দেখা হয়। এ তত্ত্বানুযায়ী শিক্ষাক্রম প্রয়োজন অনুযায়ী বারবার পরিবর্তনের সুযোগ রয়েছে। ফলে এ মডেলটিতে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের যে কোন চাহিদার সাথেই খাপ খাওয়ানোর সুযোগ আছে। বৃত্তাকার মডেলের অন্যতম প্রবক্তা হলেন হুইলার। এছাড়া নিকলস এবং প্রিন্ট মুরও শিক্ষাক্রম উন্নয়নের একটি বৃত্তাকার মডেলের রূপরেখা প্রদান করেছেন। বাংলাদেশের শিক্ষাক্রম উন্নয়ন মডেলটিও বৃত্তাকার।

হুইলার মডেল

হুইলার মডেলটি পাঁচ ধাপ বিশিষ্ট। এ মডেলটি মূলত টাইলার মডেলের উন্নত সংস্করণ। হুইলার ১৯৬৭ সালে এটি প্রদান করেন। নিচে হুইলার মডেলটি উপস্থাপন করা হল:

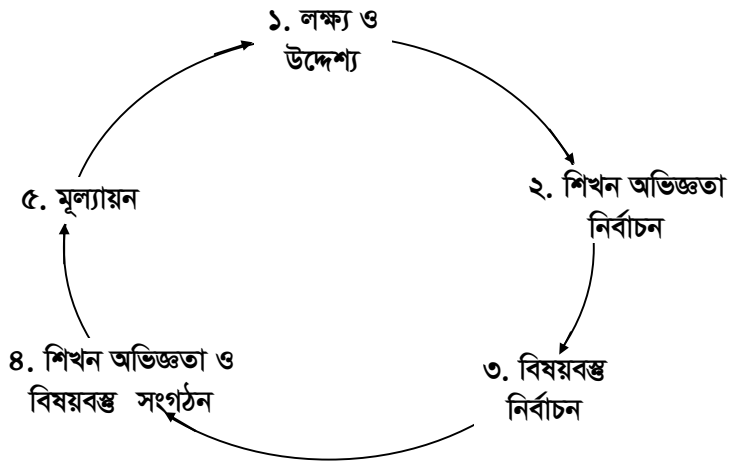

চিত্র: হুইলার মডেল

হুইলার মডেলের ধাপসমূহ হল:

- প্রথম ধাপে শিক্ষার ও শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিরূপণ করতে হয়।
- দ্বিতীয় ধাপে শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ নির্বাচন করতে হয়।
- তৃতীয় ধাপে বিষয়বস্তু শনাক্ত/নির্বাচন করতে হয়।
- চতুর্থ ধাপে শিখন অভিজ্ঞতা ও বিষয়বস্তু বিভিন্ন নীতি অনুসরণে বিন্যস্ত করতে হয়।
- পঞ্চম ধাপে সামগ্রিকভাবে শিক্ষাক্রম চক্রটি মূল্যায়ন করে দেখা হয় প্রতিটি ধাপ সঠিকভাবে প্রণীত হয়েছে কিনা। যদি কোনরূপ ত্রুটি ধরা পড়ে তবে পুনরায় সমগ্র চক্রটি সম্পন্ন করতে হয়।

হুইলারের শিক্ষাক্রম উন্নয়ন মডেলটি বৃত্তাকার। এর প্রধান অবদান হলো তিনি শিক্ষাক্রমের বিভিন্ন ধাপগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ককে গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি সর্বপ্রথম সকল ধাপকে পরস্পর সম্পর্কযুক্তভাবে এবং শিক্ষাক্রম প্রণয়নকে একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া হিসেবে দেখেছেন। এর ফলে শিক্ষাক্রমের বিভিন্ন ধাপের কাজ প্রয়োজনে একসাথে করার সুযোগ রয়েছে। যেমন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণের সাথেই শিখন অভিজ্ঞতা নির্ধারণের কাজ করা যাবে। আবার যখন বিষয়বস্তু নির্ধারণ ও বিন্যাস করা হবে একইসাথে এটি পাঠদান পদ্ধতির সম্পর্কেও চিন্তা করতে পারেন।

নিকলস মডেল (Nicholls Model)

এডরে এবং হাওয়ার্ড নিকলস ১৯৭৮ সালে শিক্ষাক্রম উন্নয়নের জন্য এ মডেল উপস্থাপন করেন। এটি একটি বৃত্তাকার মডেল। শিক্ষাক্রম প্রক্রিয়ার এ বৃত্তাকার মডেলে একটি নতুন উপাদান সংযোজিত হয়েছে যার নাম 'বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ'। যাদের জন্য নতুন শিক্ষাক্রম প্রণয়ন বা পরিমার্জন করা হবে তাদের চাহিদা, সামাজিক ও অন্যান্য অবস্থা এবং প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণকেই এখানে বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ বোঝানো হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে যে সমাজে শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন হবে তার বাস্তব পরিবেশ বিশ্লেষণ ও শিক্ষার্থীর চাহিদাকে গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করার কথা বলা হয়েছে। হিলডা তাবার মডেলেও একইভাবে শিক্ষার্থীর চাহিদা নিরূপণের বিষয়ে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এদিক থেকে বলা যায় নিকলস মডেলটি যৌক্তিক কৌশল অবলম্বন করে শিক্ষাক্রম প্রণয়নের উপর গুরুত্ব দেয়। এর পাঁচটি উপাদান রয়েছে–

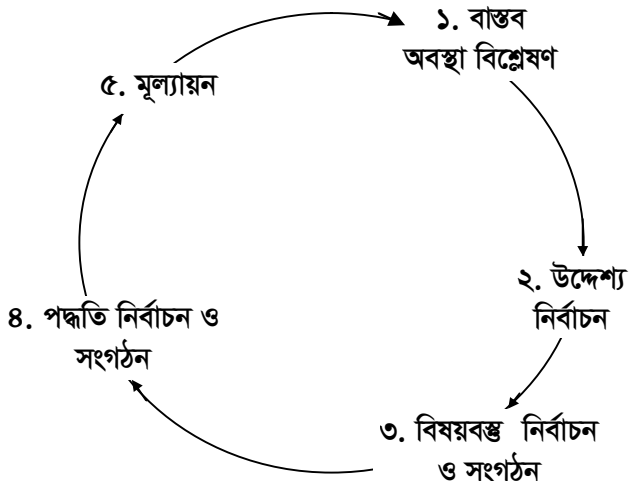

বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ শিক্ষার্থীর নিজ পরিবেশ সম্পর্কে জানার সুযোগ দেয়। এর উপর ভিত্তি করে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করলে তা জীবন ঘনিষ্ঠ হয়।

প্রিন্ট মুর মডেল

বর্তমানে ব্যবহৃত শিক্ষাক্রম উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে এর মিল রয়েছে। কারণ এটি একই সাথে শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে কাজ করে। কিন্তু আগের মডেলগুলোতে কেবলমাত্র শিক্ষাক্রম উন্নয়নকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ মডেলে শিক্ষাক্রম উন্নয়নের সকল কাজকে তিনটি সুনির্দিষ্ট Phase/পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে।

১. সংগঠন (organization)
২. উন্নয়ন (development)
৩. প্রয়োগ / বাস্তবায়ন (application)

১। সংগঠন: এ পর্যায়ে যারা শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করবেন তাদের কাজের উপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানগুলোর নিয়ন্ত্রণের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনভাবে তা করা যায়। যেমন–

(ক) শিক্ষাক্রম প্রণয়ন কমিটি প্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোক নিয়ে গঠন করতে হবে।

(খ) সদস্যদের শিক্ষার ভিত্তিগত জ্ঞান ও শিক্ষাক্রম সম্পর্কিত ধারণা এবং শিক্ষাক্রম মডেল সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে।

(গ) অন্যান্য উপাদান যা শিক্ষাক্রম প্রণয়নের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত নয় কিন্তু শিক্ষাক্রম প্রণেতার কাজকে প্রভাবিত করবে সে দিকগুলো যথাসম্ভব নিশ্চিত করতে হবে। যেমন- শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জাতীয় নীতি, সামাজিক স্তরবিন্যাস ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে।

২। উন্নয়ন: এ পর্যায়ে যথাযথ ধাপ অনুসরণ করে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা (বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্বাচন, বিষয়বস্তু নির্বাচন, শিখন কার্যক্রম, মূল্যায়ন ইত্যাদি)।

৩। বাস্তবায়ন: শিক্ষাক্রমকে কার্যে পরিণত করা (বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন)

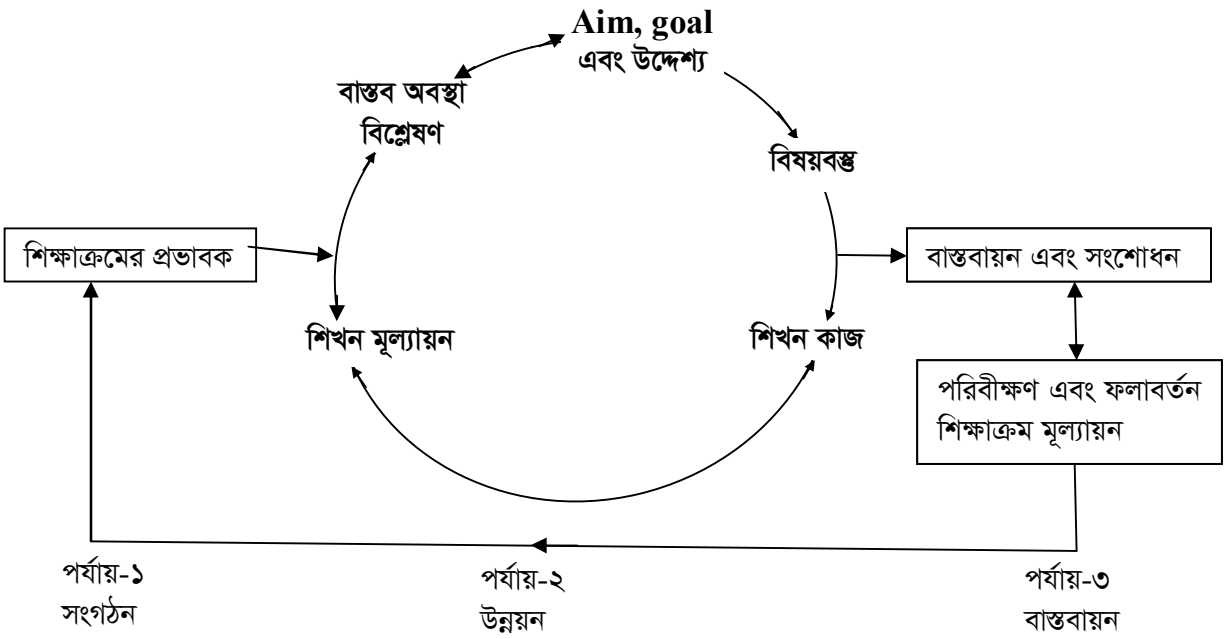

চিত্র: প্রিন্ট মুরের শিক্ষাক্রম মডেল

বাংলাদেশে শিক্ষাক্রম উন্নয়নে অনুসৃত মডেল

জাতীয় শিক্ষাক্রম পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম উন্নয়নের কাজটি করে থাকে। শিক্ষাক্রম উন্নয়নে এনসিটিবি উদ্দেশ্য-শিখনফল মডেল অনুসরণ করে। উদ্দেশ্য-শিখনফল মডেল (Objective Model) অনুসারে জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ উন্নয়ন করা হয়েছে। এটিকে ফলভিত্তিক মডেলও (Product Model) বলা হয়। এ মডেল অনুসারে শিক্ষার লক্ষ্য ও সাধারণ উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে উদ্দেশ্য অর্জন উপযোগী বিষয় ও বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়। বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য স্তরভিত্তিক প্রান্তিক শিখনফল নির্ধারণ করা হয়। প্রান্তিক শিখনফলকে শ্রেণিভিত্তিক শিখনফলে বিভাজন করা হয়েছে। শ্রেণিভিত্তিক শিখনফলকে বুদ্ধিবৃত্তীয়, আবেগীয় ও মনোপেশিজ-এ তিন ভাগে বিভাজন করা হয়েছে। শ্রেণিভিত্তিক শিখনফলকে ভিত্তি করে শ্রেণি উপযোগী বিষয়বস্তু, শিখন-শেখানো কার্যক্রম ও মূল্যায়ন কৌশলসহ যাবতীয় শিক্ষা কার্যক্রম নির্ধারণ করা হয়। আজকের বিশ্বে বহু দেশ উদ্দেশ্যভিত্তিক মডেল অনুসরণে শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করে থাকে।

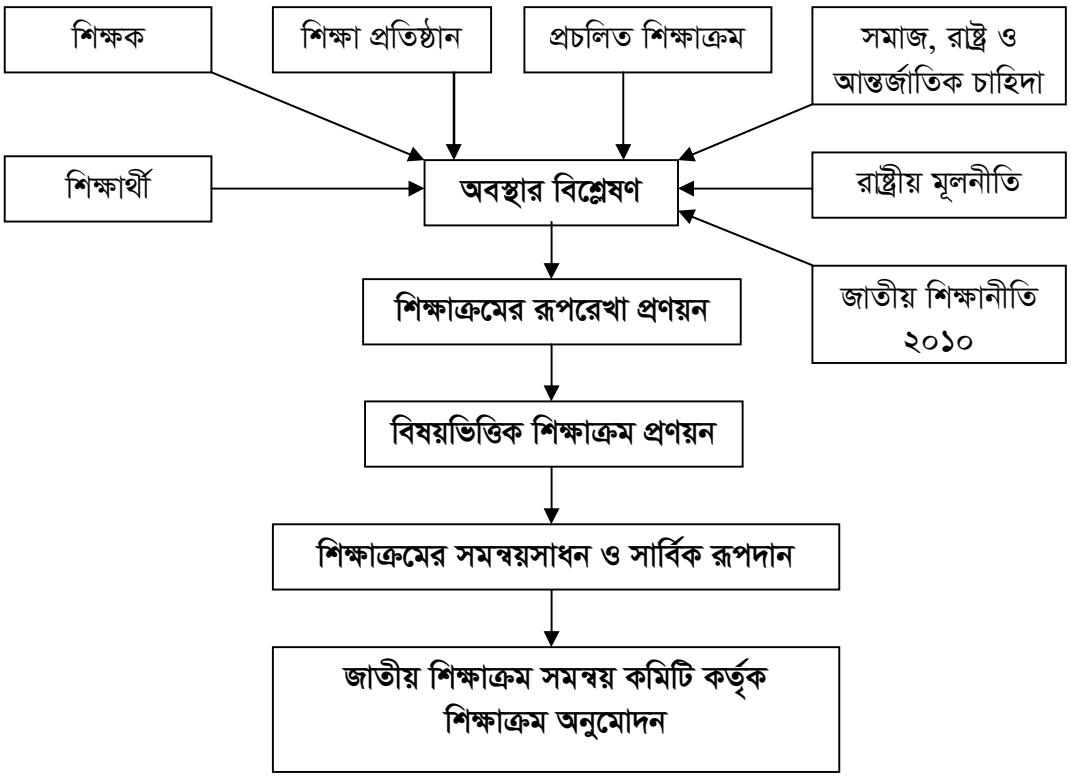

জাতীয় শিক্ষাক্রম উন্নয়ন প্রক্রিয়া

শিক্ষাক্রম মডেলের গুরুত্ব

শিক্ষাক্রম মডেল শিক্ষাক্রম উন্নয়ন প্রক্রিয়ার কার্যকর ধারণা প্রদান করে। মডেলগুলো শিক্ষাক্রম উন্নয়নের তত্ত্বকে ব্যবহারিক রূপ প্রদান করে। ফলে এগুলো অনুসরণ করে যে কোন প্রতিষ্ঠান নিজেদের উপযোগী করে শিক্ষাক্রম প্রণয়নের কাজটি করতে পারে। ফলে শিক্ষাক্রম প্রণয়নের কাজটি যৌক্তিক হয়। শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও পরিমার্জনের প্রয়োজনীয় দিকগুলোর উপর গুরুত্ব দেওয়া সম্ভব হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৩

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. শিক্ষাক্রমের উন্নয়নের বৃত্তাকার মডেলের প্রধান প্রবক্তা কে?
   ক. নিকলস খ. প্রিন্ট মুর
   গ. ইরাট ইটাল ঘ. হুইলার

২. হুইলারের শিক্ষাক্রম উন্নয়নের মডেলটি কী ধরনের?
   ক. রৈখিক খ. বৃত্তাকার
   গ. ত্রিভুজাকৃতি ঘ. interactive

৩. নিকলস-এর শিক্ষাক্রম মডেলে কোন নতুন উপাদান সংযোজিত হয়েছে?
   ক. বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ খ. উদ্দেশ্য নির্বাচন
   গ. মূল্যায়ন ঘ. শিখন অভিজ্ঞতা নির্বাচন

৪. প্রিন্ট মুর-এর শিক্ষাক্রম মডেলের সর্বশেষ ধাপ কোনটি?
   ক. সংগঠন খ. উন্নয়ন
   গ. বাস্তবায়ন ঘ. মূল্যায়ন

সঠিক উত্তরঃ ১। ঘ; ২। খ; ৩। ক; ৪। গ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. উদ্দেশ্যভিত্তিক মডেলের কোন দুর্বলতা বিবেচনা করে বৃত্তাকার মডেল উদ্ভাবিত হয়েছে?
২. হুইলার মডেল ও নিকলস মডেলের মধ্যে মিল ও অমিল খুঁজে বের করুন।
৩. নিকলস এর শিক্ষাক্রম মডেলে বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ বলতে কী বুঝানো হয়েছে?
৪. প্রিন্ট মুরের শিক্ষাক্রম মডেলের পর্যায়গুলো কী?
৫. প্রিন্ট মুরের শিক্ষাক্রম মডেলের প্রথম পর্যায়ে কোন কোন দিকে খেয়াল রাখার কথা বলা হয়েছে?
৬. বাংলাদেশে শিক্ষাক্রম উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মডেলটি বর্ণনা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. হুইলারের শিক্ষাক্রম প্রক্রিয়া মডেলটি চিত্রসহ ব্যাখ্যা করুন। এ মডেলের সঙ্গে টাইলার ও তাবার মডেলের পার্থক্য কী? উল্লেখ করুন।
২. প্রিন্ট মুরের শিক্ষাক্রম উন্নয়ন মডেলটি ব্যাখ্যা করুন। নিকলস মডেলের সাথে এর পার্থক্য কী?
৩. নিকলস-এর শিক্ষাক্রম মডেলটি ব্যাখ্যা করুন। এ মডেলে সংযোজিত উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।
৪. আপনার মতে শিক্ষাক্রম প্রণয়নে কোন বৃত্তাকার মডেলটি বেশি উপযোগী? আপনার বক্তব্যের স্বপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করুন।

পাঠ- ২.৪: ইউনেস্কো, ইরাট ইটাল এবং ওয়াকারের মডেল
[UNESCO, Irat Ital and Waker Model]

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- ইউনেস্কোর শিক্ষাক্রম উন্নয়ন নকশা বর্ণনা করতে পারবেন;
- ইরাট ইটাল শিক্ষাক্রম উন্নয়ন তত্ত্বের বিবরণ দিতে পারবেন;
- ওয়াকার মডেল বর্ণনা করতে পারবেন।

ইউনেস্কোর শিক্ষাক্রম উন্নয়ন মডেল

ইউনেস্কো কর্তৃক উদ্ভাবিত শিক্ষাক্রম উন্নয়ন তত্ত্ব হিসেবে পরিগণিত না হলেও এর বহুল ব্যবহার রয়েছে। নিচে ইউনেস্কোর শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কৌশলের ধাপগুলো উপস্থাপন করা হল:

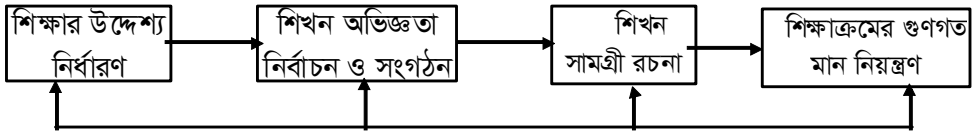

ইউনেস্কোর শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কৌশল

বস্তুত ইউনেস্কো শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কৌশলের চারটি ধাপ রয়েছে। এগুলো হচ্ছে:

- শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ধারণ
- শিখন অভিজ্ঞতা নির্বাচন ও সংগঠন
- শিখন সামগ্রী রচনা
- শিক্ষাক্রমের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ।

ইরাট ইটাল মডেল

ইরাট ইটাল গবেষণা দলের সহায়তায় ১৯৭৫ সালে শিক্ষাক্রম উন্নয়নে এই মডেল উদ্ভাবন করেন। ইরাট শিক্ষাক্রম উন্নয়ন মডেল 'রৈখিক' ও 'আবর্তনশীল' উভয়ের সমন্বয়ে গঠিত। সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম শিক্ষাক্রম বিশ্লেষণে এই মডেল প্রয়োগ করে সুফল লাভের পর ইউরোপের অধিকাংশ দেশে শিক্ষাক্রম উন্নয়নে এই মডেল ব্যবহৃত হচ্ছে।

নিচে ইরাট ইটাল মডেলের নকশা ও উপাদানের ব্যাখ্যা দেওয়া হল:

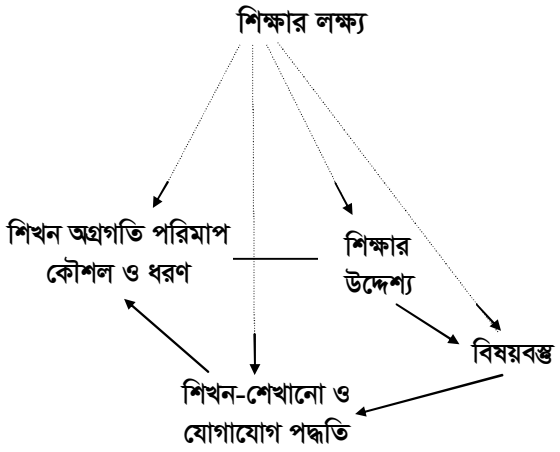

ইরাট ইটাল মডেলে শিক্ষাক্রমের প্রতিটি উপাদান আবর্তনশীলক্রমে এবং রৈখিকক্রমে শিক্ষার লক্ষ্যের আলোকে মূল্যায়ন করা যায়। ইরাট ইটাল মডেলে 'শিক্ষার লক্ষ্য' হল কেন্দ্রিয় বিষয় যা শিক্ষাক্রম উন্নয়নে প্রধান ধাপগুলোকে প্রভাবিত করে। যেমন- শিক্ষার লক্ষ্য হতে শিক্ষার উদ্দেশ্য নিরূপণ, বিষয়বস্তু চয়ন, উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য শিখন শেখানো পদ্ধতি, শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি পরিমাপ ইত্যাদি।

তাছাড়া ইরাট ইটাল মডেল প্রয়োগ করে শিক্ষাক্রম মূল্যায়ন করলে শিক্ষাক্রমের সব ধাপগুলো নিখুঁতভাবে মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়।

ওয়াকার মডেল

১৯৭১ সালে ওয়াকার (D. F. Walker) শিক্ষাক্রম উন্নয়ন সংক্রান্ত একটি মডেল প্রস্তাব করেন। বাস্তব ক্ষেত্রে একটি শিক্ষাক্রম প্রণয়নের জন্য এ মডেলের ধাপগুলো বেশ কার্যকর বলে গণ্য হয়। নিচের চিত্রে মডেলটি উপস্থাপন করা হলো।

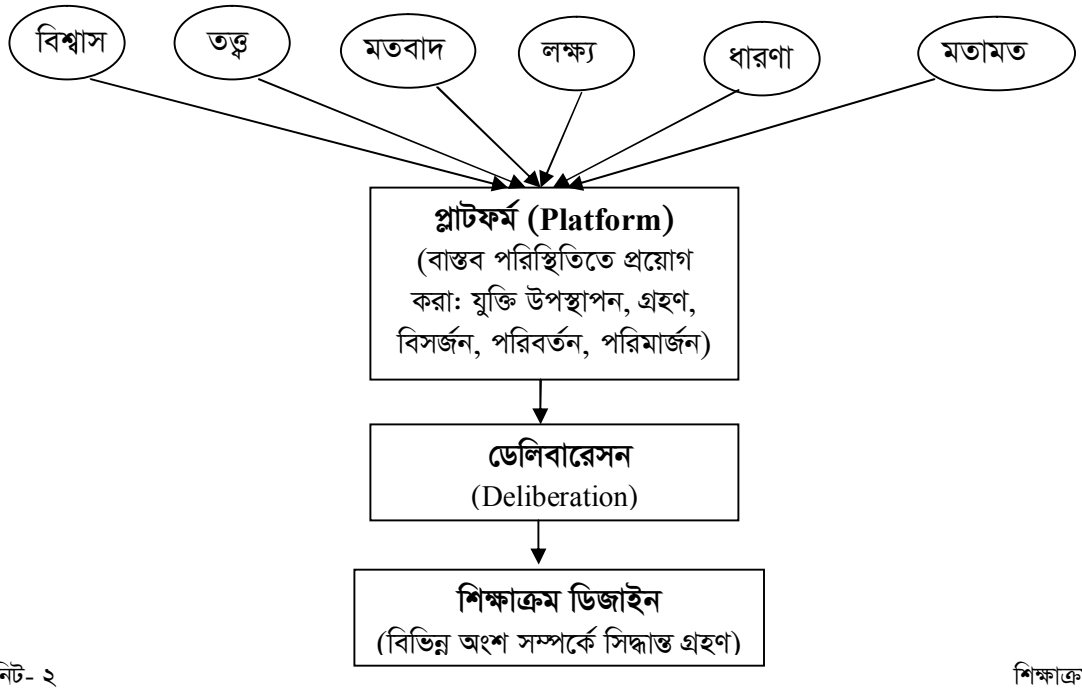

ওয়াকারের মডেলটি গতিশীল এবং interactive। এ তত্ত্ব অনুযায়ী শিক্ষাক্রম প্রণয়ন পুরোপুরি ধারাবাহিক ও রৈখিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় না। বরং এ কাজটি শিক্ষাক্রম উন্নয়নের যে কোন পর্যায় থেকে এবং যে কোন direction-এ সম্পন্ন হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে একজন শিক্ষাক্রম প্রণেতা শিক্ষাক্রম চূড়ান্তের যে কোন অংশ নিয়ে যতবার প্রয়োজন কাজ করতে পারেন। ওয়াকারের মতে শিক্ষাক্রম উন্নয়নের কাজটি প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী পরিচালিত করা সম্ভবও নয়। তার মতে তিনটি প্রধান পর্যায়/ধাপে মূলত শিক্ষাক্রম উন্নয়নের কাজটি সম্পন্ন হয়। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

১। প্লাটফর্ম পর্যায়ঃ এ পর্যায়ে শিক্ষাক্রম প্রণেতাগণ শিক্ষাক্রমটি কী ধরনের হওয়া উচিত সে সম্পর্কে নিজের ধারণা, মতাদর্শ, বিশ্বাস, মূল্যবোধ, মতামত, লক্ষ্য ইত্যাদি সম্পর্কে নিজস্ব ধারণা প্রদান করেন।

২। ডেলিবারেসন পর্যায়ঃ এ পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী সকলের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনা হয়। সকলে নিজের মতামত/ধারণা প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, সংশোধন করে এবং কীভাবে শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করবে সে সম্পর্কে ঐক্যমতে পৌঁছায়। এ আলোচনায় কোন নির্দিষ্ট ফর্মূলা অনুসরণ করা হয় না। তবে শিক্ষাক্রম উন্নয়নের সর্বোত্তম উপায়টি খুঁজে বের করা হয়।

৩। ডিজাইন পর্যায়ঃ এ পর্যায়ে শিক্ষাক্রমের বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং তা শিক্ষাক্রমে লিখিত আকারে লিপিবদ্ধ করা হয়।

শিক্ষাক্রমের পূর্বে উল্লেখিত মডেলের সাথে তুলনা করলে এতে শুরুতে কোন উদ্দেশ্য নেই বা শেষে মূল্যায়নের কথা বলা হয় নাই। বরং শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কী প্রক্রিয়ায় কাজটি সম্পাদিত হবে সে সম্পর্কে বলা হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৪

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. ইউনেস্কোর শিক্ষাক্রম উন্নয়ন মডেলের তৃতীয় ধাপটি কী সম্পার্কিত?
   ক. শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ধারণ খ. বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ
   গ. শিখন সামগ্রী রচনা ঘ. শিক্ষাক্রম বিস্তরণ

২. শিক্ষাক্রমের কোন মডেলটি একই সাথে রৈখিক ও আবর্তনশীল?
   ক. ইরাট ইটাল মডেল খ. কার মডেল
   গ. হুইলার মডেল ঘ. ওয়াকার মডেল

৩. ওয়াকারের মডেলে কোন বিষয়ে শিক্ষাক্রমের কোন বিষয়ে ফোকাস করা হয়েছে?
   ক. শিক্ষাক্রমের ধাপ খ. মূল্যায়ন
   গ. অভিজ্ঞতার সংগঠন ঘ. শিক্ষাক্রম উন্নয়ন প্রক্রিয়া

৪. ওয়াকারের শিক্ষাক্রম মডেল অনুযায়ী প্লাটফর্ম পর্যায়ে শিক্ষাক্রম সম্পর্কে কাদের মতামত নেওয়া হয়?
   ক. শিক্ষক খ. বিষয় বিশেষজ্ঞ
   গ. শিক্ষাবিদ ঘ. শিক্ষাক্রম প্রণেতা

সঠিক উত্তরঃ ১। গ; ২। ক; ৩। ঘ; ৪। ঘ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। শিক্ষাক্রম উন্নয়নের ইউনেস্কো মডেলের ধাপগুলো কী?
২। ইরাট ইটাল মডেলের কেন্দ্রিয় বিষয় কী? কীভাবে তা শিক্ষাক্রমের অন্যান্য ধাপকে প্রভাবিত করে?
৩। শিক্ষাক্রম উন্নয়নের ওয়াকার মডেলের দ্বিতীয় ধাপে কী করা হয়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। ইরাট ইটাল মডেলটি ব্যাখ্যা করুন। শিক্ষাক্রম মূল্যায়নে এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।
২। ওয়াকার মডেলের ধাপগুলো ব্যাখ্যা করুন। এ মডেলের সুবিধাগুলো কী?
৩। ইরাট ইটাল শিক্ষাক্রম উন্নয়ন মডেল 'রৈখিক ও আবর্তনশীল'–ব্যাখ্যা করুন।